SPAN
an orca communication.
orca, old friends

শুক্রবার, ২৫শে পৌষ, ১৩৯৯ বাংলা ❐ ১৪ই রজব, ১৪১৩ হিজরী ❐ Friday, January 8, 1993 Eng. NO, 19

সম্পাদকের কলম থেকে

কোন প্রসঙ্গে যাবার পূর্বেই সকলকে ইংরেজী নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাই। নতুন বছর সবার জন্য শুভ হোক। স্প্যানের এ সংখ্যা যখন অরকা সদস্যদের হাতে প্রথম পৌছবে সেদিন অনুষ্ঠিত হবে অরকা পিকনিক '৯৩। স্প্যানের গত সংখ্যাও প্রথম যেদিন অরকা সদস্যদের হাতে পৌছে সেদিনটাও ছিল অরকা পিকনিক '৯২-এর। একটা স্প্যান বের করতে কেন পাক্কা এক বছর লাগল তার কৈফিয়ত অবশ্যই স্প্যান সম্পাদক দিবেন, কিন্তু তার পূর্বে সার্বিক অরকাকে জানা প্রয়োজন।

রজত জয়ন্তীর উল্লাস ও বেগের ধাক্কায় অরকা পরবর্তী ছয় মাসে ছয়টি প্রোগ্রামের আয়োজন করে ফেলে। ফেব্রুয়ারীতে পিকনিক ও কলেজ ডে, মার্চে ইফতার পার্টি ও বর্তমান ক্যাডেটদের ঢাকা ভ্রমণ, এপ্রিলে নববর্ষ উদযাপণ ও বিশেষ সাধারণ সভা এবং জুনে ঈদ পুনর্মিলনী ও রক্তদান কর্মসূচী। ছয়মাসের কর্মক্লান্তিতে স্বাভাবিক ভাবেই অরকা ঝিমুতে শুরু করলো। কিন্তু ঝিমুনিটা যে কখন কুম্ভকর্ণের ঘুমে পরিণত হল কেউই টের পেলনা। বাকী ছ'মাস কেটে গেল। এ ছ'মাসে শুধু অফিস সেক্রেটারী বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় একাকী অরকা অফিসে বসে থেকেছে 'মশা মারা কেরানী' হয়ে। স্প্যান প্রকাশনা অরকা কার্যক্রমেরই অংশবিশেষ। এক বছর কেন লাগল তার উত্তর মনে হয় এর-ই মধ্যে এসে গেছে। ভবিষ্যতে এমনটি যাতে না হয় সে প্রচেষ্টা চলবে, আশা করতে অপরাধ নেই।

সাংবাদিকতা জগতে একটা কথা প্রচলিত আছে "Nothing is so dead like yesterday's newspaper"। এই স্প্যান পড়ে অনেক প্রতিবেদনই বাসী এবং প্রায় পচা ঠেকবে পাঠকের কাছে। কিন্তু তবু আশা থাকে, এ জার্নালের পাঠকরা সহনশীল। এ জার্নালের বর্ণে-পংক্তিতে পাঠক দেখতে পাবেন নিজেকেই।

অরকা পিকনিক '৯২

আর যাই হোক, শীতের আমেজ মাখা একটা পিকনিক চাই ই চাই- অরকা সদস্যদের নাছোড়বান্দা এই দাবী উপেক্ষা করা যায়না বলেই এবছরেও আয়োজন করা হয়েছিল অরকা পিকনিক। পিকনিকের তারিখ ছিল ৭ই নভেম্বর এবং স্পট ছিল সাভার ডেইরী ফার্মের ১নং পিকনিক স্পট। এবারের পিকনিকের কথা উঠলে প্রথমেই মনে পড়ে মেজর আরিফের (১১/৬৩৭) কথা। তিনি কয়েকজন তরুন অফিসারের (যারা অবশ্যই অরকা সদস্য) সাথে নয়নাভিরাম পিকনিক স্পটটি সাজাতে গোছাতে শুধু ব্যস্তই ছিলেন না, ঢাকা-আরিচা রোড থেকে শুরু করে পিকনিক স্পট পর্যন্ত 'ওয়েলকাম টু অরকা' প্ল্যাকার্ড এবং বাচ্চাদের জন্য বরাদ্দকৃত পাস্তুরিত দুধের কৃতিত্ব তারই যা অরকার জন্য উপরি পাওনাই বটে।

সাভারের উদ্দেশ্যে অরকা অফিস থেকে ০৭ঃ৪৫ মিনিটের যাত্রা অবশ্যম্ভাবীরূপেই ০৯ঃ১৫ তে শুরু হয়। অরকা অফিস থেকেই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন সেলিম (২/৭১) ভিডিও ক্যামেরা নিয়ে। যাত্রাকালে বাসের মধ্যকার আকর্ষন ছিল টিউলিপ (৭/৩৩৪) তনয়। বাবাকে উদ্দেশ্য করে পুত্র অনীকের প্রশ্ন 'টিউলিপ ভাই, হোয়ার ইজ ইওর গার্লফ্রেণ্ড?' সবাইকে চমৎকৃত করেছিল।

পিকনিক স্পটে অভ্যর্থনা জানালো বহুল চর্বিত, ভীষণ জনপ্রিয় 'দেখা হে পেহলী বার' গানটি। বাস থেকে নেমেই আসাদ (১৮/৯৭৮) এবং ইফতেখার (২১/১১২৬) ব্যস্ত হয়ে পড়লেন ব্রেকফাষ্ট নিয়ে। সুস্বাদু ব্রেকফাষ্ট খেতে খেতে বাধ্য হয়েই সবাই প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল। এরপর ঢেকুর তোলার জন্য সবাই যে যার ব্যাচমেটদের সাথে গোল হয়ে এখানে সেখানে বসে পড়ল। অনেকদিন পরে বন্ধুদের সাথে দেখা হওয়ায় গল্পে মশগুল হল সবাই- তারা অরকাকে ধন্যবাদ দিলেন কিনা তা অবশ্য জানা গেল না। আড়িপাতার অভ্যাস সবার নেই কিন। এরপর শুরু হল পিকনিকের বহুল পরিচিত 'স্পোর্টস প্রোগ্রাম'। বাচ্চাদের দৌড়, আন্তঃ হাউস ভলিবল প্রতিযোগিতা ইত্যাদি ছাড়াও এবারের পিকনিকে নতুন সংযোজন ছিল ভাবীদের অংশগ্রহণে পোষ্টারের সুন্দরী রমনীর কপালে চোখ বাঁধা অবস্থায় টিপ পরানো। বলা বাহুল্য এটিই ছিল পিকনিকের অন্যতম আকর্ষন। অন্ধ অবস্থায় টিপ পরাতে প্রথম হলেন জসীম (৯/৪৬১) ভাবী। পিকনিকের দিনে প্রকাশিত হয় রি-ইউনিয়ন পরবর্তী স্প্যান। অরকা তহবিল গঠনের জন্য ব্যস্ত টিউলিপ (৭/৩৩৪) অরকা ডিরেক্টরী, ল্যাপেল পিনের সাথে সাথে স্প্যানও অর্থমূল্যে বিক্রি করা শুরু করে দিলেন। এর আগে কখনই স্প্যানের জন্য হাদিয়া-র ব্যাপার ঘটেনি। পিকনিক আয়োজনকারীদের স্বাস্তিদায়ক ও অনন্দদায়ক ব্যাপার ছিল এজন্য যে, এবার কেউই লাঞ্চ নিয়ে কোন সমালোচনা বা উচ্চবাচ্চ, করেননি। আর বৃষ্টির জন্য পিকনিক

SPAN

an orca communication.

orca, old friends

No. 18 Vol. 12 Issue 1 January 1992 Silver Jubilee Re-Union Special

কলম থেকে

শুভ নববর্ষ। নতুন বছরে নতুন নির্বাহী পরিষদের ব্যবস্থাপনায় স্প্যানের নব যাত্রায় আপনাদের আশীর্বাদ কামনা করছি।

নামেই স্প্যানের পরিচয়– বেশী কিছু তাই আর বলা লাগে না– স্প্যান আমাদের সেতুবন্ধন যেখানে আমরা অরকার, কলেজের, সদস্যদের, ক্যাডেট আর প্রিয় শিক্ষকদের খবরাখবর অনিয়মিত ভাবে হলেও দিয়ে আসতে সচেষ্ট থেকেছি। নীতিমালা ছিল এবং আছে – তা হলো নির্মল আনন্দ এবং নির্বোধ হিউমার।

অতীতে কেউ যদি আমাদের হিউমার প্রচেষ্টায় দুঃখ পেয়ে থাকেন তবে আমরা ক্ষমাপ্রার্থী – এটুকু নিশ্চয়তা দিতে পারি তার পেছনে কোন অনির্মল বাসনা কাজ করেনি।

গণতন্ত্র আর বাক স্বাধীনতার যুগে বেরসিকের মতো কেউ আমাদের অবাধ হিউমার সৃষ্টির অধিকার খর্ব করার দাবী তুলবেন না আশা করি।

হিউমার রেখে একটু সিরিয়াস কথা বলে নিই– মাগনা স্প্যান এটাই শেষ – অর্থাভাব লাঘবের উদ্দেশ্যে এখন থেকে শুধুমাত্র যারা অরকার বাৎসরিক চাঁদা প্রদান করবেন তারাই ডাক যোগে স্প্যান পাবেন যা এখন থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হবে। সুতরাং বুদ্ধিমান হোন নইলে সংবাদহীন অন্ধকারে থাকবেন – একে বারে "মইরা গেলে বাত্তি নাইগো কবরে"। অরকা আমাদের নিজেদের সংগঠন। একে গতিশীল রাখা আমাদের পবিত্র দায়িত্ব – আর কড়ি ছাড়া গতি হবে ক্যামনে ?? অতএব এগিয়ে আসুন।

এবারের স্প্যান আমরা নিবেদন করলাম স্বভাবতই সদ্য সমাপ্ত রজতজয়ন্তী পূনর্মিলনীর প্রতি। জয়তু আরসিসি– জয়তু অরকা!

কাজী আসাদুল ইসলাম (১৮/৯৭৮)
প্রকাশনা সম্পাদক

পেরিয়ে এলাম দুইটি দশক

রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ প্রতিষ্ঠার রজত জয়ন্তী পালনে আমরা সবাই যখন উৎসব মুখর তেমনি এক সময়ে এসে গেল অরকা ধারনা সৃষ্টির বিশ বছর পূর্তি। উনিশ'শ বাহাত্তুরের শেষ ভাগে কলেজে তৎকালীন বিদায়ী ব্যাচ (দ্বিতীয় ব্যাচ) তাদের বিদায়ের প্রাক্কালে জন্ম দিলেন অরকা (তৎকালীন অসকা) প্রতিষ্ঠার ধারনা। প্রস্তাবিত এই সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্থির করে তারা নির্বাচন করলেন অস্থায়ী কার্যকরী পরিষদ তদানিন্তন অধ্যক্ষ মোঃ বাকিয়াতুল্লাহ্ (তৃতীয় অধ্যক্ষ) কে সভাপতি, আবুল কালাম সাইফুল মজিদ (২/৪১) কে সহ-সভাপতি ও তালেবুল মওলা চৌধুরী (২/৫৮) কে সাধারণ সম্পাদক বানিয়ে। এর পরের বছর ঢাকায় অরকা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ ধারন করে। কালের বিবর্তনে দুই দশক পর আবার তালেবুল মওলা সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন– প্রথম বারের মত শুধু একটা ব্যাচের দ্বারা নয়– বাইশটি ব্যাচের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে। আবারো প্রমাণিত হলো – আমাদের পূর্বসূরীরা কতটা সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন সেদিন।

এই ফাঁকে আরো একটি ইতিহাসের সংবাদ দিয়ে নিই। এ বছর আমাদের স্প্যান প্রকাশনার এক যুগ পূর্ণ হলো– দ্বাদশ বর্ষের এই প্রথম সংখ্যা প্রকাশের মাধ্যমে। ১৯৮১ এর জুলাইয়ে প্রথম সংখ্যা প্রকাশের পর আপনাদের হাতের এই সংখ্যাটা স্প্যানের আঠারতম সংখ্যা। সাইক্লোস্টাইল দিয়ে যাত্রা শুরু করে লেটার সেট ঘুরে কম্পিউটার কম্পোজ এবং শেষে সচিত্র – এভাবেই স্প্যানের উত্তরণ ঘটেছে। এরপর কি আমরা তবে রঙ্গীন হবো ? আপনারা কি বলেন ??

সবাই বলো রি-ইউনিয়ন !!!
আরো জোরে রি-ইউনিয়ন !!!

হৈ হৈ কাণ্ড রৈ রৈ ব্যাপার।

আসি আসি করে এসে গেল! আবার ভুশ করে চলেও গেল!! হ্যাঁ রি– ইউনিয়নের কথাই বলছি; রজতজয়ন্তী পূর্ণমিলনী যা রাজশাহী ক্যাডেট কলেজে ডিসেম্বরের (১৯৯১) দুই তারিখ থেকে ছয় তারিখ পর্যন্ত হয়ে গেল।

দুই তারিখ সকালে আমরা রওয়ানা দিলাম অরকা অফিসের সামনে থেকে কিছু ব্যক্তিগত গাড়ী আর তিনটে বিআরটিসি বাসে যেগুলি এস. এম. সালাউদ্দিন(২/৬৭) স্বাভাবিক দক্ষতার সাথে ব্যবস্থা করেছিলেন। সঙ্গে বেশ ক'জন ভাবী (কলেজে পৌছে যে সংখ্যা তিরিশের কোঠা ছাড়িয়ে যায়), ডজন খানেক ক্ষুদ্রে অরকা সদস্য আর সপরিবারে সুজা হায়দার স্যার মিজাপুর ক্যাডেট কলেজ থেকে এবং একা একা ফজলুল কাদের স্যার কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজ থেকে। এছাড়া ফৌজদারহাট থেকে সরাসরি এসে যোগ দিয়েছিলেন হাবীবুল্লাহ্ স্যার যাদের আগমনে আমাদের মিলন মেলার মহিমা শতগুনে বেড়ে যায়। তবে অনেক দিন মনে থাকবে বর্তমানে শঙ্কমুক্ত তৃতীয় অধ্যক্ষ মোঃ বাকিয়াতুল্লাহ্র প্রতিদিন অনুষ্ঠানে সামিল হওয়া। আর এই মহতী উদ্দোগ সফল হয়েছে অতন্দ্র ও নিশ্চিতের তন্দ্রাহীন ব্যবস্থাপনা পরিচালক তালেবুল মওলা (২/৫৮) আর তার গাড়ী চালকের কল্যাণে।

হ্যা, যে কথা বলছিলাম, এ্যাডজুটেন্ট জেনারেল মেজর জেনারেল আজিজুর রহমান এর সফরসঙ্গী হয়ে তালেবুল মওলা(২/৫৮) আর লেঃ কঃ হারুন (৩/১৩১) ঐ দিনই গেলেন বিমানে (ধন্যবাদ এ টি পি কে কোন গোলমাল হয়নি সেদিন)। আমরা পথে থামলাম মোহন বাগের ডেন্টাল হোস্টেল থেকে 'অবস্কিউর' ব্যান্ডের যন্ত্রপাতি তুলে নিতে আর হিসেবী ইয়াওয়ার সায়ীদ টিউলিপের (৭/৩৩৪) পরামর্শ অনুযায়ী পর্যাপ্ত মিনারেল ওয়াটার, এ্যারোসল, ডেটল, তুলা, এ্যাভোমিন, প্যারাসিটামল এবং অবশ্যই ফ্লাজিল আর ওরস্যালাইন কিনে নিতে। এর পর স্বাভাবিক ভাবে আরিচা ঘাটের দিকে – যেখানে পৌছে দেখা গেল করিৎকর্মা ওসি এর্মাপ মেজর আরিফ (১১/৬৩৭) ফেরী থামিয়ে রেখেছেন। চলতে চলতে ততক্ষনে অবশ্য সকল কাজের কাজী নতুন এ্যাটাচীকেস হাতে অফিস সেক্রেটারী মীর রেজাউল করিম খোকন (১৪/৭৯৯) এর ব্যবস্থাপনায় ভাজি, ডিম, পরাটা আর আপেল সহযোগে একচোট নাস্তার পালা শেষ। অতএব ফেরী পেরিয়েই প্যাকেট লাঞ্চ বেশ তাড়াই মনে হচ্ছিল – টু পিস মুরগী, টিকিয়া, ডিম, বিরিয়ানী আর অবশ্যই সেই মিনারেল ওয়াটার – একটু বাড়াবাড়ি বইকি– তা না হলে আর অরকা কেন ?? বাড়াবাড়ির সংগে শুরু!!

খেয়াল করেছেনতে সবার বুকে ঝুলছে প্রতিটি পঁচিশ টাকা মূল্যের ক্লিপ সহ ল্যামিনেটেড আই ডি কার্ড – য থেকে যাবে আজীবন। ধন্যবাদ ইয়াওয়ার সায়ীদ টিউলিপ (৭/৩৩৪) কে স্টিয়ারিং কমিটির সোর্দন্ড প্রতাপশালী চেয়ারম্যান তানিম হাসানের (১/১৮) কাছ থেকে এই বিষয়ে অনুমোদন আদায়ের জন্য।

বিকেল নাগাদ পৌছানো গেল পরিচিত বানেশ্বরে যেখানে আগের মত টমটম দৃশ্যমান না হলেও নর্দান অরকার সঙ্গীদের পাওয়া গেল এবং এক সঙ্গে শ্লোগান মুখরিত বাসে প্রাণপ্রিয় ক্যাম্পাসে যেখানে অভ্যর্থনা জানাতে ব্যগ্র দৃষ্টি নিয়ে ক্যাডেট বাহিনী। আবারো প্রমানিত

আলাউদ্দিনের প্যাকেট এই ছিল ইফতারি। উপস্থিতির সংখ্যা ছিল প্রায় ১০০ জন। ১৪ জন বর্তমান ক্যাডেটও উপস্থিত ছিল। আর শ্রম দিয়েছেন রফিক (১৫/৮২৭), ইফতেখার (২১/১১২৬), ফাহমিদ (২১/১১৬৯), মনি(২১/১১৪৯), মাহবুব (২১/১১৫৩)।

নববর্ষ উদযাপন ও বিশেষ সাধারণ সভা

১৭ই এপ্রিল '৯২ তারিখে ঢাকায় জিপিও মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হল নববর্ষ উদযাপন এবং বিশেষ সাধারণ সভা। আর এবারই প্রথমবারের মত অরকা তার প্রোগ্রাম সারতে দখল করেছিল ঢাকা জিপিও মিলনায়তন। সেই সন্ধ্যায় ঐ স্থানটি দখল করার সেনাপতি ছিলেন ডেপুটি পোষ্ট মাষ্টার জেনারেল রফিকুল ইসলাম মানিক (৫/২৪২)। অডিটরিয়াম দখল ছাড়াও সার্বিক সুযোগ সুবিধা সরবরাহেও তিনি ছিলেন সানুগ্রাহী।

নববর্ষ উদযাপন ও বিশেষ সাধারণ সভায় উপস্থিত অরকা সদস্যদের একাংশ

এদিনের প্রোগ্রামের প্রথম পর্যায়ে ছিল চা চক্র। এরপর সাধারণ সভার কোরাম পূর্ণ হলে অরকা সভাপতির নির্দেশে সাধারণ সভা শুরু হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন অরকা সভাপতি আব্দুল মুইদ (২/৪২)। মঞ্চে উপবিষ্ট অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন সহ সভাপতি সাঈদ ইস্কান্দার (২/৬৩), মহাসচিব তালেবুল মাওলা চৌধুরী (২/৫৮), ইয়াওয়ার সাঈদ টিউলিপ (৭/৩৩৪) এবং বজলুর রশীদ (১/২৭)। প্রবাস গমনের পূর্বে এটাই ছিল টিউলিপের শেষ অরকা প্রোগ্রাম।

সাধারণ সভায় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে অ্যানুয়াল সাবসক্রিপশনের পরিমান বধিতকরণ ও জানুয়ারী মাসের মধ্যে তা সংগ্রহ, ব্যাচ প্রতিনিধি নির্বাচন, অরকার ফান্ড বৃদ্ধি ও স্থায়ী ব্যবস্থা সম্পর্কিত দু'টি সাব কমিটি গঠন ইত্যাটি।

সাধারণ সভা শেষে ছিল নৈশভোজ। এদিনের নৈশভোজের প্রশংসা মুহুর্মুহু শোনা যাচ্ছিল অরকা সদস্যদের কাছ থেকে। উল্লেখ্য, এটি প্যাকেট ডিনার ছিলনা, সারাদিন ধরে রান্না-বান্না করে রীতিমত পিকনিকের আয়োজন করা হয়েছিল। রফিক (১৫/২৭), গোলজার (১৭/৯৫৮), মিলন (১৮/১০১৪), ইফতেখার (২১/১১২৬), ফাহমিদ (২১/১১৬৯) ও সাইফুল মোমেনের (২১/১২২৪) উপর দিয়ে তাই বেশ ঝড় বয়ে গিয়েছিল এদিন।

পুরো অনুষ্ঠানটি স্পনসর করেছিলেন ৯ম ব্যাচের জসীম উদ্দীন আহমেদ (৯/৪৬১)। কিন্তু এই প্রোগ্রামেই জসীমের বাবার মৃত্যুসংবাদ সবাইকে ভারাক্রান্ত করেছিল। কোন চাঁদা সিস্টেম না থাকায় নববর্ষ উদযাপন ও বিশেষ সাধারণ সভায় উপস্থিতির হার ছিলো উল্লেখ করার মত।

ঈদ পুনর্মিলনী ও রক্তদান কর্মসূচী

ঈদ-উল আজাহার পরে ২রা জুলাই পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমীর মিলনায়তনে অরকা আয়োজন করল ঈদ-পুনমিলণী ও রক্তদান কর্মসূচী। এটি ছিল অরকার ৬৩তম রক্তদান কর্মসূচী। অরকা সদস্যদের কাছে থেকে ৩৪ ব্যাগ রক্ত সংগ্রহ করে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি। অরকা সদস্যদের উৎসাহিত করার জন্য অরকা প্রেসিডেন্ট নিজেই জীবনের প্রথমবারের মত রক্ত দিয়ে বসলেন। অরকা প্রেসিডেন্টের রক্তদানের ছবিসহ অরকা প্রোগ্রামের খবর প্রকাশিত হয় পরের দিনের দৈনিকসমূহে। বরাবরের মত এবারও ২১তম ব্যাচের সদস্যরা রক্তদানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন।

রক্তদানের পর শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অবশ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পূর্বে ভাবীসহ সকল অরকা সদস্য দাঁড়িয়ে নিজের পরিচয় প্রদান করেন। অরকা প্রোগ্রামে এটি নতুন সংযোজন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের দায়িত্ব ছিলেন সাংস্কৃতিক সম্পাদক খোকন (১০/৫৭৬) এবং উপস্থাপনায় রফিক (১৫/৮২৭)। কামালের (১৯/১০৬৫) কোরান তেলওয়াতের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হয়। বেশ কয়েকটি গান পরিবেশন করে খোকন (১০/৫৭৬) ও সুফিয়ান (১৪/৮০৯)। আবৃত্তি করেন ফাহমিদ (২১/১১৬৯)। আমন্ত্রিত অতিথি শিল্পী ছিলেন দিদার এবং বেদার উদ্দীন। এরা টিভিতে গান পরিবেশন করে থাকেন।

রক্তদান কর্মসূচীতে রক্ত দান করছেন প্রেসিডেন্ট আব্দুল মুইদ

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শেষে ছিল নৈশভোজ-প্যাকেট চাইনীজ। উপস্থিতির সংখ্যা ছিল ১৪৪ জন। ভাবীদের উপস্থিতি ছিল যথেষ্ট। এদিন রফিকের (১৫/৮২৭) নেতৃত্বে অনুষ্ঠানটি সফল করতে আত্মনিয়োগ করেছিলন মিলন (১৮/১০১৪), হাসান (১৮/১০০৯), ইফতেখার (২১/১১২৬) ও ফাহমিদ (২১/১১৬৯) এ প্রোগ্রামের উল্লেখযোগ্য দিক ছিল ফাস্ট ক্যাডেট হামিদের (১/১) উপস্থিতি। পুরো প্রোগ্রামটি স্পন্সর করে ২য় ব্যাচ।

ব্যাচ প্রতিনিধি

অরকার কার্যক্রম বেগবান ও সফল করার লক্ষ্যে গত বছরের ১৭ই এপ্রিল জিপিও মিলনায়তনে 'নববর্ষ উদযাপন ও সাধারণ

সভায়' সর্বসম্মতিক্রমে প্রতি ব্যাচ থেকে একজন করে ব্যাচ প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয়। ব্যাচ প্রতিনিধিরা অরকা এবং অরকা সদস্যদের মাঝে যোগাযোগের সোপান হিসেবে কাজ করে থাকেন। নির্বাচিত ব্যাচ প্রতিনিধিরা হলেন–

১ম ব্যাচ – মনোয়ার হোসেন (১/৯)
২য় ব্যাচ – সৈয়দ মোশারফ আলী (২/৫০)
৩য় ব্যাচ – আব্দুল মতিন (৩/১০২)
৪র্থ ব্যাচ – আনোয়ারুল হক (৪/১৪৭)
৫ম ব্যাচ – রফিকুল ইসলাম (৫/২৪২)
৬ষ্ঠ ব্যাচ – এন, ই, এ, শিবলী (৬/২৮৪)
৭ম ব্যাচ – ডাঃ গোলাম মোস্তফা (৭/৩২৯)
৮ম ব্যাচ – এম, এম, আজিজুর রহমান (৮/৪৩৯)
৯ম ব্যাচ – জসিম উদ্দীন আহমেদ (৯/৪৬১)
১০ম ব্যাচ – আখতার আহমেদ চৌধুরী (১০/৫৪৮)
১১শ ব্যাচ – জুনায়েদ মাশরুর (১১/৬২৭)
১২শ ব্যাচ – সেলিম রেজা (১২/৬৫২)
১৩শ ব্যাচ – কামাল আহমেদ (১৩/৭৪৮)
১৪শ ব্যাচ – মোঃ ফজলে রাব্বি (১৪/৮১৩)
১৫শ ব্যাচ – এস, এম, মোস্তফা আল মামুন (১৫/৪২১)
১৬শ ব্যাচ – সাহাবুদ্দিন স্বপন (১৬/৯০৪)
১৭শ ব্যাচ – গোলজার হোসেন (১৭/৯৫৮)
১৮শ ব্যাচ – কাজী আসাদুল ইসলাম (১৮/৯৭৮)
১৯শ ব্যাচ – মনোয়ার কবির (১৯/১০৪৮)
২০শ ব্যাচ – মোঃ আশরাফউল্লাহ খান (২০/১১২৩)
২১তম ব্যাচ – শামিম আহমেদ (২১/১১৭৪)
২২তম ব্যাচ – সাইফুল মোমেন (২২/১২২৪)
২৩তম ব্যাচ – রাসেল (২৩/১২৭৩)

অরকা সদস্যদের অনুরোধ, অরকা সম্পর্কিত যাবতীয় খবরাখবরের জন্য আপনার ব্যাচ প্রতিনিধিকে বলুন। আর ব্যাচ প্রতিনিধিদের অনুরোধ, আপনারা মাঝে মাঝে অরকা অফিসে আসুন। প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় অরকা অফিস খোলা থাকে।

অ্যানুয়াল সাবস্ক্রিপশন

একজন অরকা সদস্য হিসেবে বাৎসরিক চাঁদা প্রদান প্রত্যেকের নৈতিক দায়িত্ব। কিন্তু খুব কম অরকা সদস্যকেই এই দায়িত্ববোধ সম্পর্কে সজাগ থাকতে দেখা যায়। শুধুমাত্র কয়েকজনের অনুদান থেকে একটি সংগঠন চলতে পারে না। ঐ সংগঠনের প্রত্যেক সদস্যের অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও অংশগ্রহণই সংগঠনটির পাদভূমিকে মজবুত ও টেকসই করতে পারে। অ্যানুয়াল সাবস্ক্রিপশন সিস্টেম এজন্যই চালু রয়েছে। বহু পূর্বে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে অরকা সদস্যদের অ্যানুয়াল সাবস্ক্রিপশন নির্ধারিত ছিল অর্থোপার্জনকারী সদস্যদের জন্য ১০০ টাকা ও ছাত্রদের জন্য ৩০ টাকা। কিন্তু ইতিমধ্যে অর্থমূল্য কিছুটা কমেছে এবং অরকা সদস্যদের সামর্থেরও উন্নতি ঘটেছে। তাই গতবছরের ১৭ই এপ্রিল জিপিও মিলনায়তের অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত সাধারণ সভায় সর্বসম্মতিক্রমে একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, ১৯৯৩ থেকে অ্যানুয়াল সাবস্ক্রিপশন হবে অর্থোপার্জনকারী সদস্যদের জন্য ৩০০ টাকা এবং ছাত্রদের জন্য ১০০ টাকা। ঐ সভায় আরও স্থিরীকৃত হয় যে বছরের জানুয়ারী মাসের মধ্যেই সাবসক্রিপশনের টাকা সংগৃহীত হবে এবং ব্যাচ প্রতিনিধিরা এব্যাপারে মুখ্য ভূমিকা পালন করবে। এখন থেকে শুধু তারাই অরকা মুখপত্র স্প্যান পাবেন যারা অ্যানুয়াল সাবসক্রিপশন পরিশোধ করবেন। অরকা সকলের স্বতঃ স্ফূর্ত সহযোগিতা কামনা করছে।

অরকা স্কলারশীপ ফান্ডে ১১৫০ ডলার

গত বছরের মাঝামাঝি সময়ে দেশে এসেছিলেন অরকার ফার্স্ট ক্যাডেট আব্দুল হামিদ (১/১)। যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে যাবার পূর্বে তিনি অরকা যুক্তরাষ্ট্র জোনের তরফ থেকে স্কলারশীপ ফান্ডকে দিয়ে যান ১১৫০ ডলার। দাতারা হলেন–

১।	আফজাল ইবনে নূর (৩/৯৭)	২০০ ডলার
২।	তাজিন হাসান (৩/৮৮)	২০ "
৩।	মাহমুদুর রহমান (৩/৮০)	৫০ "
৪।	মিফতাউল আমিন (৪/১৪৫)	৫০ "
৫।	ডঃ সাদেকুল ইসলাম (১/৪)	২০০ "
৬।	এমরান হোসেন (১/২৬০)	১০০ "
৭।	আব্দুল হামিদ (১/১)	১১০ "
৮।	ডঃ হাবিব আর সিদ্দিক (২/৪৮)	১০০ "
৯।	মোহ্‌সিউল আলম (১/২৬৩)	৫০ "
১০।	ডঃ গোলাম সারওয়ার (৪/১৫১)	
১১।	জাকির হোসেন (৪/১৭৫)	১০০ "
১২।	ডঃ নূর-ই-আলম (৪/১৭২)	
১৩।	ডঃ খুরশীদ আহমেদ (১/১৫)	১০০ "
১৪।	ডঃ এম, আলমগীর (৫/২১৪)	৫০ "
১৫।	ইফতেখার উদ-দীন(১৫/৮১৭)	২০ "
	মোট =	১১৫০ ডলার

স্কলারশীপ ফান্ডে আরও ২৪ হাজার টাকা

জসীম উদ্দীন (৯/৪৬১) আগাগোড়াই দিলখোলা মানুষ। তার মনের বিশালতার প্রমাণ পাওয়া গেলো আবারো। তিনি অরকা স্কলারশীপ ফান্ডে একাই দান করেছেন ২৪ হাজার টাকা। জসীমের দিল আরো খুলুক, এই কামনাই করি।

২৩তম ব্যাচের আগমন

আরও একটি ব্যাচ বেরিয়ে এল কলেজ থেকে। অরকা সদস্য সংখ্যা বেড়ে গিয়ে দাঁড়াল প্রায় পৌনে তেরশ। ২৩তম ব্যাচ যথেষ্ট

উদ্যমী ও কোয়ালিফায়েড ব্যাচ। এদের এইচ,এস,সি, র রেজাল্ট খুব ভাল না হলেও কলেজ প্রিফেক্ট আসাদুজ্জামান (২৩/১২৬৩) ঠিকই তার প্রথম স্থানটি ধরে রেখেছে যদিও এদের এস,এস,সির রেজাল্ট খুবই ভাল ছিল। রজত জয়ন্তীর সময় ২৩তম ব্যাচই কলেজে নেতৃত্বে ছিল। অরকা অফিসের বৃহস্পতিবারের সন্ধ্যা ইতিমধ্যেই এদের পদচারণায় মুখর হতে শুরু করেছে। ২৩তম ব্যাচের তারুণ্য ও স্পিরিট হোক অরকা প্রোগ্রামসমূহের প্রধান প্রাণশক্তি।

কাসিম হাউস চ্যাম্পিয়ন

গত ২৫ থেকে ২৭ শে ডিসেম্বর পর্যন্ত কলেজ অনুষ্ঠিত হয়ে গেল অ্যানুয়াল এথলেটিক মিট। প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ আর্মির এডজুটেন্ট জেনারেল এবং ক্যাডেট কলেজ সমূহের পরিচালনা পরিষদের সভাপতি মেজর জেনারেল আমিন আহমেদ চৌধুরী। এথলেটিক মিট শেষে পুরস্কার বিতরনীতে দেখা গেল প্রধান প্রধান ট্রফিসমূহসহ কাসিম হাউস ওভারঅল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। গত পাঁচ বছরে কাসিম হউস এবারেসহ চতুর্থবারের মত ওভারঅল চ্যাম্পিয়ন হল। রানার আপ হয়েছে খালিদ হাউস।

তথ্যসূত্রঃ ডেইলী অবজারভার।

ব্যাচ সংবাদ

১ম ব্যাচ

☛ আব্দুল হামিদ (১/১) অরকা স্কলারশীপ ফান্ডের জন্য অরকা আমেরিকা জোন-এর পক্ষ থেকে বিরাট অংকের অনুদান নিয়ে স্বপরিবারে দেশে এসেছিলেন। তিনি এসেছিলেন জুনে এবং ফিরে গেছেন আগষ্টে।

☛ ডাঃ শাহীন চৌধুরী (১/৩) '৭২ থেকে আজ পর্যন্ত অরকার সকল সাবসক্রিপশন পরিশোধ করেছেন। বর্তমানে তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত রয়েছেন।

☛ মনোয়ার হোসেন (১/৭) টি এন্ড টি ইঞ্জিনিয়ারিং সমিতির সাধারন সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন।

☛ শরীফ শফিকুল আলম (১/১৩) বর্তমানে দিল্লীতে ইউনিসেফ-এ উচ্চপদে কর্মরত। ভাবী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করছেন।

☛ আইন বিভাগটি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন খোলা হয়েছে। আর সে বিভাগের প্রধান হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন ডঃ শাহ আলম (১/১৬)।

☛ দিনাজপুর থেকে উড়ে এসে বজলুর রশীদ (১/২৭) নববর্ষ উদয়াপন এবং ঈদ পুনর্মিলনীতে অংশ নিয়েছিলেন। ১ম ব্যাচের অংশগ্রহন বরাবরই অরকা প্রোগ্রামে বিরাট প্রাণশক্তি হিসেবে কাজ করে।

☛ মাহফুজ (১/২৯) বর্তমানে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পি, এইচ, ডি, করছেন। ঢাকায় তার স্থায়ী নিবাস হলেও অনেকদিন তার দেখা সাক্ষাৎ পাওয়া যাচ্ছে না।

☛ মেজর শাহ জাকারিয়া (১/৩৩) এবারের পিকনিকেও স্বপরিবারে উপস্থিত ছিলেন। পিকনিক আয়োজনে তাঁর ভূমিকাও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণযোগ্য।

☛ অরকা ডিরেক্টরীতে শরিফুল ইসলামকে (১/২৩) ভুলক্রমে মৃত দেখানো হয়েছে। তিনি সসম্ভ্রমে বেঁচে আছেন এবং ঢাকায় বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড এণ্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউটে কর্মরত আছেন। এ মারাত্মক ভুলের জন্য ডিরেক্টরী প্রকাশনা পরিষদ থেকে আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করা হচ্ছে।

২য় ব্যাচ

☛ রায়হান শরীফ মুকুল (২/৭৩) জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগে সহযোগী প্রফেসর থেকে প্রফেসর পদে উন্নীত হয়েছেন। মুকুলই অরকার প্রথম প্রফেসর। সবিশেষ অভিনন্দন।

☛ হাবিব সিদ্দিকী (২/৪৮) যুক্তরাষ্ট্র থেকে দেশে এসেছেন ছুটিতে। হাবিব দম্পত্তির ১০ বছরের সন্তানহীন দাম্পত্য জীবনে দুঃখের একটা আবহ থেকেই গিয়েছিল। কিন্তু সব দুঃখের অবসান ঘটেছে বছর খানেক আগে নতুন অতিথির আগমনে। আঙ্কলকে বলছি, বছর কয়েক আগে পৃথিবীতে আসলে কি এমন ক্ষতি হত।

☛ সাদিরুলের পিতা ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না ..... রাজেউন)। মৃতের মাগফেরাত কামনার জন্য সবাইকে অনুরোধ করছি।

☛ এক মাসেরও বেশী সময় ধরে সস্ত্রীক যুক্তরাষ্ট্র ঘুরে এলেন তালেবুল মাওলা চৌধুরী (২/৫৮)।

☛ মাইনুল হক (২/৫৪) সুদীর্ঘ ছয় বছর অধ্যাপনা করা পর অবশেষে বুয়েট ক্যাম্পাসে ফ্ল্যাট পেয়েছেন।

☛ সস্ত্রীক ইন্ডিয়া ঘুরতে গিয়েছিলেন আহসানুল কবীর (২/৩৬) এবং জাহিদ হাসান খান (২/৪৫)। কিন্তু তাদের এ ভ্রমণ সাধ অপূর্ণই থেকে গেল সাম্প্রতিক বাবরি মসজিদ ইস্যুর উম্মত্ততায়। কোলকাতা থেকেই ফিরে আসতে হল তাদের।

৩য় ব্যাচ

☛ বহুমূখী প্রতিভার অধিকারী লেঃ কঃ হারুনকে (৩/১) দেখা গেল বিটিভিতে 'অনির্বান' অনুষ্ঠানে। বিটিভিতে তিনি হাজির হয়েছিলেন নতুন রূপে। লেঃ কঃ হারুনের একটি স্থাপত্য ও একটি মেটাল ওয়ার্ক প্রদর্শিত হয়েছিল সেদিনের অনির্বানে।

৪র্থ ব্যাচ

☛ মিজানুর রহমান কলি (৪/১৫২) সুইডেন থেকে দেশে ফিরে এসেছেন।

৫ম ব্যাচ

☛ আব্দুল করিম (৫/২৩২) মস্কো থেকে সিঙ্গাপুরে যাবার পথে বিমানেই হৃৎযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না ..... রাজেউন)। অরকার পক্ষ থেকে গভীর শোক প্রকাশ করা হচ্ছে।

৬ষ্ঠ ব্যাচ

☛ দীপক (৬/২৮০) যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফিরে ঢাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে যাচ্ছেন।

৭ম ব্যাচ

☛ মাহফুজুল হক (৭/৩৫৪) মেজিস্ট্রেট ও ইউ,এন,ও হিসেবে দীর্ঘ ৮ বছর সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করে সম্প্রতি যোগাযোগ মন্ত্রনালয়ে সিনিয়র সহকারী সচিব হিসেবে যোগদান করেছেন।

☛ টিউলিপ (৭/৩৩৪) ৩০শে জুন '৯২-তে স্বপরিবারে অষ্ট্রেলিয়ায় বসবাসের উদ্দেশ্যে দেশ ত্যাগ করেছেন। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত টিউলিপ অষ্ট্রেলিয়ায় দ্বিতীয় সন্তানের (এবারেরটি কন্যা) জনক হয়েছেন।

☛ ডঃ রাজ্জাক (৭/৩৫৭) বিসিআইসি-র ট্রেনিং ইনষ্ট্রিটিউট ফর কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ, ঘোড়াশাল এর চাকুরী থেকে বদলী হয়ে ঢাকা বিআইটির ইলেক্ট্রিকাল ডিপার্টমেন্টে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেছেন।

☛ মঈন উদ্দীন চিশ্‌তি (৭/৩৬১) সম্প্রতি ঢাকাস্থ IPGMR থেকে প্যাথলর্জী বিভাগে এম ফিল ডিগ্রী অর্জন করেছেন। তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজে প্রভাষক হিসেবে কর্মরত আছেন।

☛ আনোয়ারুল সাবির (৭/৩৬৭) বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর হয়ে পরোপকার করতে ক্রোশিয়ায় গেছেন।

☛ তৌহিদুল ইসলাম (৭/৩৪০) ব্যবসা প্রশাসনে পি এইচ ডি করতে যুক্তরাজ্যে গেছেন।

৮ম ব্যাচ

☛ মেজর হাসান ইকবাল (৮/৩৯৯) বি,এম,এ, ভাটিয়ারী থেকে সম্প্রতি বগুড়া সেনানিবাসে বদলী হয়েছেন।

৯ম ব্যাচ

☛ স্প্যানে 'পাত্রীচাই' বিজ্ঞাপন দিয়ে পয়সা বাঁচানোতে সচেষ্ট সাদ মোঃ হায়দার (৯/৫৫) ও রহমতুল্লাহ (৯/৪৭৩)। বিজ্ঞাপনানুসারে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে ঘটক জসিনের (৯/৪৬১) সাথে।

☛ ডাঃ তারিক হাসানের (৯/৪৬৬) মা সম্প্রতি ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহে ..... রাজেউন)। আমরা মৃতের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

১০ম ব্যাচ

☛ ফিরোজ কবীর (১০/৫৪৬) যুক্তরাষ্ট্র থেকে পাত্রী খুঁজতে এক মাস হাতে নিয়ে দেশে এসেছিলেন। কিন্তু তাকে প্যাভিলিয়নে ফিরে যেতে হয়েছে শূণ্য হাতে।

☛ দুলাল (১০/৫৫৪) সুদীর্ঘ প্রতীফার পর অবশেষে বিয়ে করেছেন মানস মানবীকে।

☛ ক্ষুদে আমলা শামীম ইকবাল (১০/৫৭১) সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রনালয়ে স্কলারশীপ বিভাগে সহকারী সচিব হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন। অরকার মেধাবী ছাত্ররা স্বজনপ্রীতির সুযোগ নিতে পারেন।

☛ কাউকে কিছু না জানিয়ে একদম চুপিসারে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন টুনু (১০/৫৬৭)। ভাবী রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে সঙ্গীত ও নৃত্যকলা বিভাগের ছাত্রী। অরকার একজন পার্মানেন্ট পারফরমার পাওয়া গেল।

☛ অরকার সাংস্কৃতিক সম্পাদক সাইফুল ইসলাম খোক (১০/৫৭৬) -এর নতুন অডিও ক্যাসেট অচিরেই বের যাচ্ছে। খোকনকে টিভিতেও মাঝে মধ্যে দেখা যায়।

১১শ ব্যাচ

☛ আহমেদ আলীর (১১/৬৩৫) জীবনে এখন সুখের বইছে। বিয়ে এবং প্রমোশন দুটোই হয়েছে সম্প্রতি।

☛ আব্দুল মজিদ (১১/৫৮৬) বিয়ে করেছেন কিছুদিন পূর্বে।

☛ বিয়ে করেছেন ইতুও (১১/৬৩৮)। তার বিয়েতে অ অরকা সদস্যও উপস্থিত ছিলেন।

☛ জুনাইদ মাশরুরের (১১/৬২৭) বাবা মারা গেছেন লিল্লাহে ..... রাজেউন)। তবে এ শোকের পিঠে সুস হল ইষ্টার্ণ ব্যাংক লিমিটেডে এসিষ্টেন্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট হি তার পদোন্নতি।

১২শ ব্যাচ

☛ মেজর জামান (১২/৬৪৪) কন্যা সন্তানের জনক হয়েছে বর্তমানে তিনি আর্মি হেড কোয়ার্টারে বদলী হয়ে এসেছেন।

☛ মেজর মাসুদুর রহমান (১২/৬৬৭) সাভারে আর্টি ব্রিগেডের বি,এম, হিসেবে যোগদান করেছেন।

☛ মেজর নাসিমুল গনি (১২/৬৪৫) বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্র পানছড়িতে কর্মরত আছেন। বিয়ে করবেন কিন্তু উপযুক্ত খুঁজে পাচ্ছেন না।

☛ স্কোয়াড্রন লিডার হুমায়ুন কবীর (১২/৬৪৫) পুত্র সন্ত জনক হয়েছেন। পুত্রের বিয়েতে কত যৌতুক নেবেন এখন থে তার হিসেব কষছেন।

☛ নেভাল লেঃ রেজাউল (১২/৬৪৫) হতাশ হয়ে বিয়ে না সিদ্ধান্ত নিয়েছে। চট্টগ্রামের সমুদ্র সৈকতে নিঃসীম দেখেই সময় কাটছে তার।

☛ ডাঃ আওয়াল (১২/৬৬৪) প্রায় ছ'মাস বিবাহিত জী পরেও নববধূরে একদিনের জন্যও কাছে না পাবার দুঃখে ঢাকা মেডিকেল কলেজের ডক্টরস হোস্টেলের চার দে মাঝে স্বেচ্ছা বন্দীত্ব বরণ করেছেন।

☛ প্রকৌশলী আব্দুর মোনায়েমের (১২/৬৫৯) ছোটভাই প্রকৌশল ছাত্র শোভন সম্প্রতি তড়িৎ প্রকৌশল দিবস শেষে বুড়িগঙ্গায় তার অন্য দু'জন সহপাঠীসহ নৌকা মর্মান্তিকভাবে মৃত্যুরবণ করেছেন। মৃতের মাগফেরাত করার জন্য সবাইকে অনুরোধ করা হচ্ছে।

☛ প্রকৌশলী সাইফুর রহমান সবুজ (১২/৬৬৩) জ প্রকৌশল বিভাগে কর্মরত। সম্প্রতি পাবনা থেকে নওগাঁয় হয়েছেন।

☛ মেজর কিবরিয়া (১২/৬৭৪) সিলেট থেকে সম্প্রতি চট্টগ্রামে বদলী হয়েছেন। বৌ-বাচ্চা ফেলে খুবই কষ্টে কাটাচ্ছেন।

☛ আওরঙ্গজেব মাহবুব রানা (১২/৭৫১) এ,এস,পি, ঝালকাঠিতে বদলী হয়েছেন।

☛ মঞ্জুর ফারুক চৌধুরী (১২/৬৯৬) বিয়ে করেছেন। কোথায়? মঞ্জু হোটেলেতো মিষ্টির অভাব নেই!

১৩শ ব্যাচ

☛ মেজর মুকুল (১৩/৭২৮) বিয়ে করে বউকে নিয়ে বগুড়ায় রয়েছেন।

☛ প্রকৌশলী প্রভাস (১৩/৭২০) ডাঃ জালাল (১৩/৭২৩) ও লেঃ জাহানইয়ার (১৩/৭২৭) একযোগে পুত্র সন্তানের জনক হয়েছেন।

☛ আর দেরী নয়, জানুয়ারী '৯৩ –তেই বিয়ে করবেন ডাঃ শহিদুজ্জামান রতন (১৩/৭১৩) এবং ক্যাপ্টেন ডাঃ হুমায়ূন কবীর জাহাঙ্গীর (১৩/৭৩৬)।

☛ ক্যাপ্টেন সাঈদ মাসুদ কুয়েত থেকে এসে বিয়ে করে ভাবীকে নিয়ে গিয়েছিলেন। বর্তমানে ভাবী পরীক্ষা দিতে দিনাজপুরে আছেন।

☛ প্রকৌশলী নাঈম (১৩/৭২৩) সিঙ্গাপুরে থেকেই এনগেজমেন্টে আবদ্ধ হয়েছেন। কনের নাম ছায়া; শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতক, ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিঃ, বুয়েট।

☛ হাওয়া হয়ে যাওয়া ডাঃ মাহমুদ হোসেনের (১৩/৭৪৭) সন্ধান পাওয়া গেছে। ইন্টার্নী শেষ করে চাকুরী খুঁজছেন।

☛ বকুল (১৩/৭১৪) মস্কো, বার্লিন ইত্যাদি করছেন ব্যবসার কাজে। সম্প্রতি দেশে এসেছিলেন।

☛ ইতরাত (১৩/৭০৮) আবার মস্কো গেছেন আর মুকিম (১৩/৭২৯) পাড়ি দিয়েছেন মার্কিন মুলুকে।

১৪শ ব্যাচ

☛ তৌহিদ হালিম খান কচি (১৪/৭৮৬) যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমিয়েছেন।

☛ ক্যাপ্টেন শামসুর রহমান (১৪/৭৬২) এম বি এ–তে ভর্তি হয়েছেন। ওদিকে তার শিক্ষক হিসেবে রয়েছেন ব্যাচমেট টুলু (১৪/৭৫৫)।

১৫শ ব্যাচ

☛ ১৫শ ব্যাচের বেশ ক'জন বিবাহ কার্য সম্পন্ন করেছেন। এতদসংক্রান্ত তালিকাটি হল ক্যাপ্ট ফানিস (১৫/৮২৮), ক্যাপ্ট মেসবাউল (১৫/৮৩০), ক্যাপ্ট মামুন (১৫/৮৩৮), ক্যপ্ট মাহবুব (১৫/৪৪৮), মতিন (১৫/৮৪৬), শাইখ (১৫/৮৫৫), ক্যাপ্ট জাহাঙ্গীর (১৫/৮৪৫)।

☛ জিয়া (১৫/৮১৫) তিন চিল্লা শেষ করে এখন মেডিকেল ইন্টার্নী নিয়ে মেতে আছেন।

☛ শিবলী (১৫/৮১৪) ডলফিন কম্পিউটার্সে চাকুরীরত। ছাত্র অবস্থায় চুটিয়ে প্রেম করলেও চাকুরী জীবনে ভয় আছর করেছে।

☛ মেরিনার মাসুদ মেহেদী (১৫/৮৩৭) বিয়ের জন্য ব্যস্ত হয়েছেন। কিন্তু বাসা থেকে জানিয়েছে বিয়ের বয়স হয়নি।

১৬শ ব্যাচ

☛ ক্যাপ্টেন ফিরোজ (১৬/৯০৫) এর ড্রাইভার হিসেবে পাদোন্নতি ঘটেছে। বাইক ছেড়ে এখন গাড়ীর ড্রাইভার হয়েছেন। বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেছে জনৈকা প্রিয়ংবদার কথা রাখতে গিয়ে তাকে এই গাড়ী কিনতে হয়েছে।

☛ জাব্বার (১৬/৮৬৬) গত ১৯ শে অক্টোবর '৯২ তারিখে বুয়েটের প্রভাষক হিসেবে যোগ দিয়েছেন। ১৬শ ব্যাচের প্রথম বুদ্ধিজীবি। সবিশেষ অভিনন্দন।

☛ মাশুক (১৬/৮৭৭) সদ্য বিশ্ববিদ্যালয় জীবন শেষকরে IFIC ব্যাংকে যোগ দিয়ে পেশাজীবনে প্রবেশ করেছেন।

☛ মিনকো (১৬/৮৯৩) দীর্ঘ প্রেমের পরিসমাপ্তি টেনে গত ১লা জানুয়ারী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। আবার ২রা জানুয়ারীতেই মার্কিন মুলুকে উড়াল দিয়েছেন। এক রাতেই কি মাথা বিগড়ে গেল?

☛ ক্যাপ্টেন জাকির (১৬/৮৮১) অতি সম্প্রতি যশোর সিগন্যাল ট্রেনিং স্কুলের ইন্সট্রাক্টর হিসেবে যোগ দিয়েছেন।

☛ হারানো বিজ্ঞপ্তিঃ রকি (১৬/৮৮৫), খায়ের (১৬/৯১৩), সোহেল (১৬/৯১২), মাহবুব (১৬/৮৯৪), ইদ্রিস (১৬/৯১৪) অনেক দিন হলো হারিয়ে গেছেন। হারানো সময়ে তাদের পরনে ছিল জন্মদিনের পোশাক।

☛ ফ্লাইট লেঃ আনোয়ার কামাল (১৬/৯১১) সম্প্রতি অরকা সদস্য ফারুকের (২১/১১৬২) বোন ইনাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন। অনেকটা রেখে–ঢেকে, ঘটা (!) করেই তিনি কাজটি সেরেছেন। বিয়ের অনুষ্ঠানে ১৬শ ব্যাচের সকল সদস্য উপস্থিত ছিলেন (!)।

১৭শ ব্যাচ

☛ বিবাহিত 'মামুর বেটা' সুমন (১৭/৯৩৭) বউ–এর ওজন বাড়িয়েছে (সন্তান সম্ভবা)। রেকর্ড সময়ে বাপ হয়ে উল্লাসে দিন কাটাচ্ছে।

☛ জার্মানীতে প্রশিক্ষণরত নেভীর ক্যাডেট ইমন (১৭/৯৩৯) হৃদয় অস্ত্রে এক জার্মানী মেয়েকে কাবু করেছেন। জার্মানবালা বাংলাদেশে এসে বাংলাদেশ নেভীকে কলা দেখিয়ে ইমনকে বন্দী করে নিজ দেশে নিয়ে গেছেন। 'প্রেমের পাগল দেশে থাকে না'।

☛ আবীর (১৭/৯২০) সম্প্রতি ভারতের গোয়া ঘুরে এলেন। এখনো তার চুলে মিরামার বীচের ধূলো লেগে আছে।

☛ মেধাবী গোলজার (১৭/৯৫৮) যথারীতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অনার্সে ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট হয়েছেন।

১৮শ ব্যাচ

☛ মুন্না (১৮/৯৭৬) ছাত্রাবস্থায় বিয়ে করে বেশুমার লজ্জায় পড়েছেন।

☛ হুমায়ূন রেজার (১৮/৯৯৭) কাব্যগ্রন্থ 'প্রথম আয়ূধ' বেরিয়েছে। রেজা বর্তমানে সাপ্তাহিক কাগজের রিপোর্টার হিসেবে কর্মরত আছেন।

১৯শ ব্যাচ

☛ কামাল (১৯/১০৬৫) ভারতের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইকোনমিক্স এবং ইমরেজ (১৯/১০৪৩) আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজীতে অনার্স শেষ করে এখন দেশে অবস্থান করছেন।

☛ ফয়সল (১৯/১০৫০) এর প্রথম উপন্যাস 'অন্য অনল' বেরিয়েছে।

২০শ ব্যাচ

☛ কোন খবর পাওয়া যায়নি।

২১তম ব্যাচ

☛ ২৭তম বি,এম,এ, লং কোর্স সমাপ্ত করেছেন সাজেদ (২১/১১৬৮) এবং মোস্তাফিজ (২১/১১৪০)। কলেজে কোন এক্সট্রা ড্রিল না খেলেও বি,এম,এ-তে ধরা খেয়েছেন সাদাত (২১/১১৬৬)। অবশ্য আউট হয়ে গেলেও বি,এম,এ-কে বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখিয়ে কোর্স সমাপনীর পূর্বেই সপরিবারে যুক্তরাষ্ট্রে যাত্রা করেছেন তিনি।

☛ রেজা (২১/১১৩৬) চীনে গিয়ে বাংলাদেশী রক্সির সাথে জোড়া বেঁধেছেন।

২২তম ব্যাচ

☛ 'পদাতিক' নাট্যগোষ্ঠীর সদস্য হয়েছে জামিল (২২/৯২১৫)।

☛ ফিল্টার (রাশেদ-২২/১১৮০) আর তামাক (শান্তা) দু'জনে দু'জনার।

☛ বিয়ের অপেক্ষায় আছে আবরার (২২/১১৯২)। ওর লিষ্টে তিনজনের নাম আছে। কাকে ছেড়ে কাকে ধরবে! নাকি সবাই মিস্।

২৩তম ব্যাচ

☛ অরকার কনিষ্ঠতম ব্যাচ হিসেবে সকলের দোয়াপ্রার্থী।

☛ আর্মিতে চান্স পেয়েছে সোহেল (২৩/১২৫৩), আনোয়ার (২২/১২৭৬), আজাদ (২২/১২৫২), ইশতিয়াক (২২/১২৪২), মাহমুদুন্নবী (২২/১২৩৩), গাজী হাবিব (২২/১২৫১) এবং আহসান হাবিব (২২/১২৭১)।

☛ এয়ারফোর্সে চান্স পেয়েছে সাব্বির (২২/১২৩৪) এবং রাশেদ (২২/১২৭৯)

সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান উপদেষ্টা
এম, আব্দুল মুইদ (২/৪২)
প্রেসিডেন্ট অরকা
বিশেষ উপদেষ্টা
মোঃ আরিফুজ্জামান (৭/৩৭২)
অরকা প্রকাশনা সম্পাদক
সাহাবুদ্দিন স্বপন (১৬/৯০৪)
কাজী আসাদুল ইসলাম (১৮/৯৭৮)
সম্পাদক
ফাহমিদুল হক (২১/১১৬৯)
প্রতিবেদক
আব্দুল মোকাদ্দেম (১৩/৭১১)
রফিকুল হক (১৫/৮২৭)
হাসানুর রহমান (১৮/১০০৯)
সাইফুল মোমেন (২২/১২২৪)
মুদ্রণে
বাইনারী কম্পিউটার প্রিন্টার্স
৫১/এ, পূর্ব তেজতরী বাজার
রইছ ভবন (২য় তলা)
ফার্মগেট, ঢাকা- ১২১৫

Let all of us prosper together

BOOK POST

FROM

ORCA
OLD RAJSHAHI CADETS ASSOCIATION
250, NEW ELEPHANT ROAD
DHAKA- 1205
BANGLADESH
PHONE : 509694

TO